জীবিত ইসলাম–এর মৃত গৌরবের কথা–১

(উৎসর্গ- *দ্বীন-ই-ইলাহি* খ্যাত মহান মুসলিম সম্রাট আকবরকে)

–জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

একঃ

রেডিও টিভিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের মুখে মাঝে মাঝে মুসলিম নাম শোনা যায় এবং তা সংগত কারণে। তবে এসব নাম মুসলমানদের জন্য গৌরব বয়ে নিয়ে আসে না। বরং তা শুনে বিশ্বব্যাপী বেশীরভাগ মুসলমানদের মাথা হেঁট হয় স্বজাতির লজ্জা ও অপমানের গ্লানিতে। মজার বিষয়, আরেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনালড রিগান ও কিন্তু একজন মুসলমানের নাম নিয়েছেন একাধিক বার তাঁর বক্তৃতায়। তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। রিগান বক্তৃতায় ট্যাক্স কাট এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাতে মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী ইবনে খালেদুন এর উদ্ধৃতি দিতেন[১]। ওসামা বিন লাদেন আর ইবনে খালেদুন–দু'টো নামই নয় কেবল। বলা যায়, এ দুটি নামের মধ্যে ফুটে ওঠে আত্ন-পরিচয়ের সংকটে আবর্তিত আজকের মুসলমানদের গ্লানিময় বর্তমান এবং গৌরব মন্ডিত অতীত ইতিহাসের দু'টো জ্বলজ্যান্ত কিন্তু বিপরীতমুখী দিক।

প্রশ্ন হল, ***কেমন করে এমন হল?*** যেমনি এটি আজ মুসলমানদের প্রশ্ন, তেমনি এটি পশ্চিমা বিশ্বের লোকজনের ও প্রশ্ন। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বার্নাড লুইস নাইন ইলেভেন (৯/১১) পরবর্তী পরিস্থিতিতে লেখা একটি বইয়ের শিরোনাম তাই দিয়েছেন *ভুলটা আসলে কি ছিল?* (What Went Wrong?) লুইসকে অনেক কট্টরপন্থী মুসলমান *'আমেরিকার দালাল'* ও কেবলমাত্র একজন *'মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদী'* ভাবলে ও সমসাময়িক সময়ে লেখা তাঁর আর একটি বই *'ইসলামের সংকট'* (*The Crisis of Islam*)- এ ইতিহাসের আলোকে মুসলমানদের পরাজয়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লুইস যা বলেছেন, তার সাথে খুব কম সচেতন মুসলমানই দ্বিমত পোষণ করবেন। নিচের উদ্ধৃতিটির দিকে তাকালেই ব্যাপারটা খোলাসা হবে।

প্রাচীন রোমান ও গ্রীক সভ্যতার পতন এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যবর্তী সময়– যেটিকে ইউরোপের ইতিহাসবিদ্গণ "অন্ধকার যুগ" বলে থাকেন– সেই সময়ে বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য, প্রাচুর্যময় শিল্প-বাণিজ্য এবং মৌলিক ও মননশীল বিজ্ঞানে ইসলাম ছিল পৃথীবির শীর্ষ স্থানীয় সভ্যতা। খৃস্টান সভ্যতার চাইতে বহু গুনে বেশী ইসলামই ছিল প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পশ্চিমের মধ্যবর্তী ধাপ। এবং এই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় ও রয়েছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু গত তিন শতাব্দীতে ইসলাম হারিয়েছে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব; আধুনিক পশ্চিম ও উদীয়মান প্রাচ্য–উভয়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে ইসলাম। পরাজয়ের এই বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করেছে বাস্তব এবং আবেগগত উভয় রকমের সমস্যা, যে বিষয়ে মুসলমান শাসক কুল , চিন্তাবিদ এবং বিদ্রোহীরা আজ ও কোন কার্যকরী সমাধান খুঁজে পাননি।[২]

ভাবার বিষয় বৈকি। দশ, বিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর হলে না হয় কথা ছিল। নয় শ' শতাব্দী থেকে তেরশ' শতাব্দী– পুরো পাঁচ শত বছর ধরে মুসলমানেরাই পৃথিবীতে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল, আজকের সমস্ত ইউরোপ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল! *নিউইয়র্ক টাইমস* এর ডেনিস ওভারবাই এর ভাষায়ঃ *প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ক্বোরাণের নির্দেশ এবং সেই সাথে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্য যুগে মুসলমানরা এমন একটি সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল যা ছিল সেই সময় সমস্ত পৃথীবিতে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। পাঁচ শত বছর ব্যাপী*

আরবী ভাষা ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমার্থক একটি বিষয়। স্বর্ণ যুগের সেই সংস্কৃতিই বলতে গেলে এ কালের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, এলজেবরা, নক্ষত্রবলির নাম , এমন কি পর্যবেক্ষন সংশ্লিষ্ট বিদ্যা হিসেবে বিজ্ঞানের পরিচিতি–এ ধারণাগুলির জন্ম দিয়েছে। [৩] যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ জামিল রাগেপ এর ভাষায়, "ষোল শতাব্দী সময় অবধি মুসলিম বিশ্বের ধারে কাছে ও ছিল না ইউরোপ"[৪]। মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞান রাখেন, তাঁরা জানেন, ডঃ জামিলের এই উক্তিটি মোটে ও বাহুল্য নয়। কী পদার্থ বিদ্যা, কী চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, স্থাপত্য--জ্ঞান ও মননশীলতার প্রতিটি শাখায় মুসলিম মনীষিদের খ্যাতি ছিল সে সময় জগৎ ব্যাপী। ব্যাপারটা ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

মুসলিম মনীষীরা মিশরের লাইব্রেরী গুলোতে দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা ও পুরানো গ্রীক পুস্তক ভান্ডারের সন্ধান পেলে তাঁরা তখন খ্রীস্টান অনুবাদকদের দ্বারস্থ হন। খ্রীস্টান অনুবাদকরা গ্রীক বই গুলোকে প্রথমে তাঁদের স্থানীয় সিরিয়াক (Syriac) ভাষায় এবং পরবর্তীতে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইহুদী, মুসলমান ও খৃস্টান মনীষীদের পাশাপাশি বসে জ্ঞান চর্চা করার যে উৎকর্ষময় সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সে সময় বিরাজমান ছিল, আজকের বাস্তবতায় তা রূপকাহিনী বলে মনে হতে পারে। জ্ঞান চর্চার মূল্যায়ন মুসলমানদের মাঝে সে সময় এত বেশি ছিল যে, প্রচলিত আছে– খলিফা আল মামুন তাঁর সময়ের সেরা অনুবাদক খৃস্টান ধর্মী হুনায়িন বিন ইশাক এর পারিশ্রমিক দিতেন অনুবাদকৃত বইয়ের সম পরিমাণ ওজনের স্বর্ণ দ্বারা। কালক্রমে এই সব আরবী পুস্তক গুলি সিরিয়া, সিসিলি ও স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। এ গুলি তখন আরবি থেকে ল্যাটিন (মধ্য যুগের ইউরোপের ভাষা) এ অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ, অনুবাদের ক্রম ছিল গ্রীক–>সিরিয়াক–>আরবী–>ল্যাটিন–>ইংরেজী। এ কথাটি তাই মোটে ও অতিরঞ্জিত নয় যে, ইউরোপীয়রা মূলতঃ আরবদের মাধ্যমেই গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ পায়। মধ্য যুগের ইউরোপীয় মনীষীদের কাছে এরিস্টটলীয় দর্শন ও ধারণার প্রধান উৎস ছিল বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে রুশদ (আবু রুশদ) এর রচনাবলী। একই ভাবে এরিস্টটল ও অন্যান্য প্রশ্নে ল্যাটিন মনীষীদের কাছে কদর ছিল মনীষী ইবনে সিনার, যিনি পরিচিত ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার প্রণীত দশ লক্ষ শব্দ সম্বলিত তথ্যকোষ, বা এনসাইকোপ্লেডিয়া সতেরো শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে বাইবেলের মত ব্যবহৃত হয়েছে। একই সময়ের পদার্থবিদ আল-হাইতামকে (যিনি টলেমীর আলোকতত্ত্ব বা, optics বিষয়ক কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং নিজে দৃষ্টি শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন) যুক্তরাস্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান বিষয়ক ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড লিন্ডবার্গ তুলনা করেছেন *"আর্কিমিডিস, কেপলার এবং নিউটন এর সাথে*[৫] *।"* সে সময়কার মুসলিম মনীষীদের মত আরব ইহুদী মনীষীরা ও ছিলেন গ্রীক দর্শনে অনুরক্ত এবং ব্যাপক ভাবে তা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে মুসলমানদের পাশাপশি তাঁরা ও তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দাঁড় করার চেষ্টা চালান। তাঁরা গ্রীক গ্রন্থ গুলির আরবি অনুবাদ কে হিব্রু ভাষাতে রূপান্তরিত করেন। ইহুদী মনীষী বেন জাবিরল এর *ইয়ানবু আল হাইয়া* প্লেটোনিক চিন্তাধারাকে মুসলিম স্পেন এবং ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগের আরবের আরেক মহান ইহুদী মনীষী হচ্ছেন স্পেনের করদবার মশেহ বিন মেমন (আরবীতে *মুসা ইবনে মেমন,* ল্যাটিন ভাষায় *মেইমনাইডস*) যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা দার্শনিক এবং একই সাথে সম্রাট সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত চিকিৎক।

কাগজের ব্যবহার আরবরা শিখে চীনাদের কাছ থেকে, যা সম্পর্কে পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা (স্পেনের মাধ্যমে) আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে। গণিত শাস্ত্র মুসলিম মনীষীদের সান্নিধ্যে অভূতপুর্ব উন্নতি লাভ করে। নবম শতাব্দীতে আল-খাওয়ারিজমি গ্রীক ও রোমান অক্ষরের বদলে (আরবী) সংখ্যা এবং শূণ্য বা জিরোর (ভারতীয়দের কাছ থেকে শেখা) ব্যবহারের সূচনা করেন উচ্চতর গণিত শাস্ত্রে। বার শতাব্দীতে আল-খাওয়ারিজমি আরবী গ্রন্থ *হিসাব আল জাবের ওয়াল মুকাবালার* মাধ্যমে সর্ব প্রথম আজকের

এলজেবরা বা বীজ গণিত এর সূত্রপাত ঘটান। এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হলে পশ্চিমারা বীজ গণিত সম্পর্কে জানতে পারে। এলগরিদম এর ও সূচনা ঘটে আল-খাওয়ারিজমির হাতে। একই সময়ে আল বাত্তানি ত্রিকোণমিতি (trigonometry)এর উন্নতি সাধন করেন। গণিত শাস্ত্রের পাশাপাশি জ্যোতিবির্জ্ঞান (astronomy) এর উন্নতির ক্ষেত্রে ও মুসলিম মনীষীদের রয়েছে ব্যাপক অবদান। গণিত বিদ ও জ্যোতিবির্দ আল-বিরুনি (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) এই মতবাদ পোষণ করতেন যে, ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটে ও চ্যাপ্টা নয়, যা সেই সময়ে অনেক বিশ্বাস করতেন। এ ছাড়া আল-বিরুনি নির্ভুলভাবে পৃথিবীর দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের হিসাব বের করেন। একই রকম ভাবে জ্যোতিবির্জ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন আল-সূফী, আল-জারকালি প্রমুখ মুসলিম মনীষীরা। *(চলবে)*

তেরোশ শতাব্দীর মুসলিম চিত্রলিপিতে সক্রেটিসকে শিষ্যসহ দেখা যাচ্ছে

সূত্রঃ wikipedia, ইন্টারনেট

ইবনে সিনা (Avicenna)

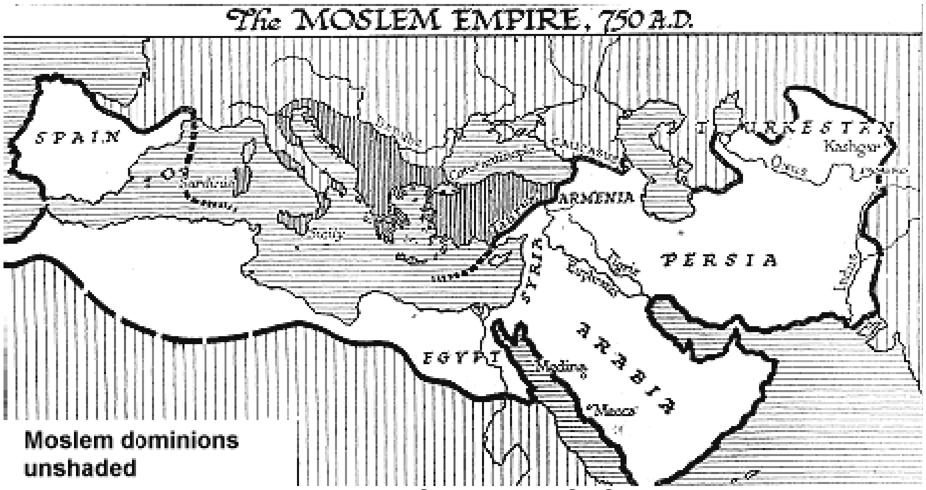

মধ্যযুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

(ম্যাপের সাদা অংশ)